দুর্বার যৌবন

দুর্বার যৌবন

মো. মাহতাব উদ্দীন

দুর্বার যৌবন
মো. মাহতাব উদ্দীন
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৯৯৪-৮-৫
ISBN: 978-984-99994-8-5
Durbar Joubon by Md. Mahtab Uddin, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Md. Shariful Islam, Book Setup: Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী
ও স্নেহধন্য কন্যাদের।

ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে কবিতা। ছন্দ-অলংকারের মিশ্রণে কবিমনে যে ভাবাবেগের উদয় হয় তাই কবিতা। কবিতা একটি সমাজ সভ্যতার ধারক ও বাহক। কবিতার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে সে যুগের ভাষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা। কবিতা শুধু মানব মনের হৃদয়গ্রাহী কথামালাই নয় এর মাঝে লুকিয়ে থাকে গূঢ়তত্ত্ব। কবি তার কলমের আচড়ে তুলে আনেন সমাজের অন্যায় অবিচার, নিসর্গ প্রকৃতি। মানুষের আতের কথা উঠে আসে কবিতায়। প্রাসঙ্গিক বাস্তব জ্ঞানকে নির্মোহ করে তোলে। মানুষের বিবেকবোধ ও কর্ম স্পৃহাকে জাগিয়ে কর্মোদ্যমী করে তোলে কবিতা। কবিতা জীবনের কথা বলে, কবিতা স্বাধীনতার কথা বলে। কবিরা সমাজের মানুষের মনোজগতের চেতনার অনুভূতি সংগ্রহ করে শব্দ গেঁথে কবিতার দেহ নির্মাণ করেন। কবিতা কবির একান্ত অনুভূতির ফসল হলেও সে অনুভূতি পৃথিবীর আপামর অনুভূতির বহির্প্রকাশ। কবিতা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য তৈরি করে। কবিতা সময়ের প্রকোষ্ঠে-চৌকাঠের ফ্রেমে বন্দি হওয়া বস্তু নয়। কবিতা দেশ কালের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিশ্বের অসীম সীমানায় নিয়ে যায়। কবি মনের চমৎকার শব্দের গাঁথুনি মানুষকে বিমোহিত করে। 'দুর্বার যৌবন' কাব্যগ্রন্থে কবি মাহতাব উদ্দিন প্রতিটি কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন চমৎকার অলংকার উপমায়। প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের দোরগোড়ায় কালের আবহের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

সূচি

স্বার্থপর ❑ ০৯
হতাশাগ্রস্ত শ্রমিক ❑ ১০
দুঃখ সুখের কথাকলি ❑ ১১
আমিতো লিখি না কবিতা ❑ ১২
একুশ দিনমণি ❑ ১৩
ডুবে আছি পঙ্কিলে ❑ ১৪
জগলু তুমি সত্যি বীর ❑ ১৫
আমার বর্ণমালা ❑ ১৬
কাদের বিজয় ❑ ১৭
একুশের গান ❑ ১৮
একাত্তরের কাছে ❑ ১৯
বাধ্য করো না ❑ ২০
প্রজাপতি ❑ ২১
দেখা হবে ❑ ২১
মাছি ❑ ২২
বিবেক নামের ঘোড়া ❑ ২৩
কাব্য বিকিকিনি ❑ ২৪
তুমি মহা গর্বিনী আজ ❑ ২৫
বীণ বাজায় ❑ ২৬
দুঃখ আমার অমর পঙক্তি ❑ ২৭
মানুষ বল ভাই ❑ ২৮
স্পর্শ সুখ ❑ ২৯
দেখা ❑ ৩০
চলার শব্দ ❑ ৩১
কবি ও কবিতাকে বলি ❑ ৩২১
শত্রুবেষ্টিত ❑ ৩৩
হতে হতে কবিই হলাম ❑ ৩৩
সংজ্ঞায়িত মানুষের দিকে ❑ ৩৪
দুর্বার যৌবন ❑ ৩৫
প্রেম উপাখ্যান ❑ ৩৬
অনঙ্কিত কার্টুন ❑ ৩৭
৩৮ ❑ সুশৃঙ্খল বৃক্ষেরা
৩৯ ❑ মৃত্যু কোন সুসংবাদ নয়
৪০ ❑ তুমি এক চলন্ত নন্দন
৪১ ❑ এক সংজ্ঞায়িত মানুষ
৪২ ❑ মানস প্রশান্তির ক্ষুধা
৪৩ ❑ আমি ফুলকে দেখেছি
৪৩ ❑ স্বাধীনতার স্বাদ
৪৪ ❑ ধর্মের বিজয়
৪৫ ❑ সমাজ সমাচার
৪৬ ❑ শীত প্রত্যুষে
৪৭ ❑ অন্তরঙ্গের উষ্ণতা
৪৮ ❑ দুরন্ত হরিণ
৪৯ ❑ চাই শিরোনাম
৫০ ❑ শনাক্তকরণ জরুরী
৫১ ❑ হেমন্তের নিমন্ত্রণ
৫২ ❑ ভাল মানুষের স্বপ্ন সাধ
৫৩ ❑ ভালোবাসা
৫৪ ❑ কতটা অসহায় হলে
৫৫ ❑ অসহায় ছিলাম বলে
৫৫ ❑ শ্রেষ্ঠ বীর
৫৬ ❑ কেন দিলে এ কাঁটা?
৫৭ ❑ বিদায়ের বাঁশি
৫৮ ❑ শংকিত আমি
৫৯ ❑ সুন্দর তোমার অন্তরে
৬০ ❑ খোলা মুখ
৬১ ❑ অনির্বাণ শিখা
৬২ ❑ কারো প্রেমের যোগ্য কিনা?
৬৩ ❑ ঝলসে ওঠ বন্ধু
৬৪ ❑ গুপ্তধন

স্বার্থপর

দেখাতো যায় না চোখে - তবু ভাঙ্গা যায় মন দিয়ে মন
ধরাতো যায় না হাতে - তবু ভাঙ্গা যায় কথা দিয়ে কথা
ভুলে যায় যদি কোন মন - তবে সে কি নয় স্বার্থপর?

মানুষ যখন নিজেকে বাগিয়ে চলে আর কোন কথা
মনে রাখে না সে ভুলে যায় আঙ্গুলের রক্তে
লেখা নাম বুক থেকে মুছে ফেলে স্বার্থের জল ঘষে।

সবুজ অরণ্য নয় - তবুও পোড়ানো যায় অনলবর্ষী কথায়
যে হৃদয় ব্যথা পায় সহজেই যার চোখ কাঁদে
বিস্ফারিত আকাশ ছাওয়া কালো মেঘের মতু

সেও ভুলে যায় স্বার্থের প্রস্রবণে
জীবনকে ধুয়ে তোলে সানন্দে মাছরাঙ্গা
শিকার পেলেই ছোঁ মারে টলমলে জলে।

সব কিছু ভুলে যদি দুটি মন এক সাথে চলে
এক কথা বলে - তুমি আমি কি ভূমিকা নিবো তাহলে?

পইসাকা ৪/১২/৮৬ইং

হতাশাগ্রস্ত শ্রমিক

একটা সিগারেট যতটা আয়ু পায়
হতে পারে আমার আয়ু তারও চেয়ে কিছু কম
সিগারেট যতটা সময় জ্বলে আঙ্গুলের ফাঁকে
...পরিশ্রান্তের ক্লান্তি করে দূর যতটা

আমার সামর্থ্য তারও চেয়ে কম -- কেননা
কারো জন্য কিছু করতে পারি না পারি নাই
কোন দিন কিছু করতে -- কারো সুখের জন্য
পারি নাই কারো দুঃখের অংশীদার হতে।

সারাক্ষণ ভনভন ফনফন ঝনঝন
ঠুকঠাক শব্দের মাঝে ঝাঁঝালো গ্যাসের গন্ধে
সিকষ্টী মডেলের গাড়ির মত হয়ে গেছে
আমার এই দেহটা গ্যাস খেয়ে ঝাঁঝরা।

দিনরাত খুক খুক কেশে লিক করা পাম্পের মত
হয়ে গেছে বুকের ফুসফুস অলিন্দ নিলয়
স্টিম ধোঁয়া আর গ্যাসে চোখের দৃষ্টিভ্রম রোগ হয়েছে
ক'দিন বাদে চশমা ছাড়া চলাফেরায় কষ্ট হবে।

এত সব জেনেও কেন যে কাজ করি
ঘুমহীন থাকি দক্ষ শ্রমিক জাগি সারারাত
যখন মানুষেরা ঘুমায় সুখে রাতের বুকে
আমি তখন অতন্দ্র প্রহরী মেশিনারই।

রাজনীতি, সৃজনশীল মননশীলতা ভুলে গেছি
ভুলে গেছি ভালোবাসা কান্না হাসা প্রিয়ার
চোখের জল মুছিয়ে দেবার অবসরটুকু নেই
দু'দণ্ড কাছে থাকার - এমনি কপাল --।

দোষ দেবো আর কারে - উচুতলার পরিচিত কেউ নেই
উপরে উঠার সিঁড়ি পথ চেনা নেই
এভাবে কেউ উঠেছে কিনা কখনো, জানা নেই
শুনেছি কেউ কেউ পারে -- কেউ যায় দেখিনি।

আজকের বাজার যতই গরম হোক না কেন--দু'বেলা
আমার খাবার জোগাড় করতেই হবে---
শাকে ভাতে পেটটা ভরাট করতেই হবে
নইলে যে সব বন্ধ হবে কারখানা

থাকতে আমি জেন্দা শ্রমিক
তা হবে না তা হবে না।

পইসাকা ৫/১২/৮৬ইং

দুঃখ সুখের কথাকলি

চিরকাল তুমি বধ্যভূমি - পৃথিবী আমার
সেকেন্ড মাদার হাবিল কাবিলের জন্মভূমি

এখানে হৈ হুল্লোড় ছিনিমিনি
খেলা জমে বিকিকিনি।

আমরাও পৃথিবী, সুন্দর স্বাধীন
সমুদ্র - কাঁটাতারের সীমানা চিহ্ন বিহীন
শত্রু সেনার অনুপ্রবেশ এখানে নেই কোনদিন।

এইখানে আমাদের দেহমনে
আমরা স্বর্গোদ্যান হয়ে উঠতে পারি
সবুজ পাতার ফাঁকে লকলকে ডগায় সুশোভিত ফুল
আমিও শোভা পেতে পারি রমণীয় খোঁপায়

মিলনের স্বপ্নে বিভোর দু'চোখে আমিও
ভেঙে উঠতে পারি - যদি আমি বলি
আমরা ফুটাতে পারি হৃদয়ে হৃদয়ে
দুঃখ সুখের কথাকলি।

পইসাকা ১০/১২/৮৬ইং

আমিতো লিখি না কবিতা

আমিতো লিখি না কবিতা - কবিতা আমার শরীর বেয়ে ওঠে
মন মগজে ঘুরে বেড়ায় ধমনী শিরায় বহ্নি হয়ে ছোটে।
আমিতো লিখি না কবিতা - করি সময়ের সাথে বাড়াবাড়ি
কাগজের বুকে কলম ঠুকে ঠুকে আমিতো লিখি না কবিতা-

সময় যতটা পারি ধরে রাখি, ধরে রাখি স্মৃতি
নির্জন কোন শৌখিন সময় দেখা পেলে যেমন
হাত টেনে চুমু দাও তাড়াতাড়ি ।

কোন গান শুনে যদি প্রাণ নেচে ওঠে
কোন সুর শুনে যদি দু'টি ঠোঁট কেঁপে ওঠে
সেই গান সেই সুর মনো বীণায় বেজে ওঠে
ফেলে আসা দিনগুলো হৃদয়ের কাছে
ফিরে ফিরে আসে---

সবচেয়ে ব্যথাময় সবচেয়ে সুখময় স্মৃতি
হৃদয়ের রংতুলি দিয়ে হৃদয়ে আঁকি
স্মৃতির মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখি
রূপ অরূপে মেশানো আমার রূপ কুমারী

তোমরা যাদের কবিতা বল ওরা সেই কবিতা-
লেখা আমারই।

স্মৃতিহীন মানুষ মনে হয় কেবলই রক্ত মাংশের অবয়ব
তাই যত্ন করে রাখ ধরে আমিও রাখি সুখকর স্মৃতি
দুঃখ তাড়িয়ে বাড়িয়ে দেয় স্বজনে বিজনে মঙ্গল প্রীতি ।

পইসাকা
১৬/১২/৮৬ইং

একুশ দিনমণি

একুশ ওহে বায়ান্নের একুশ !
তুমি এলে দু'চোখ মেলে
দেখি রাঙা ভোর
কাঙ্খিত সেই সুর মূর্ছনায় সত্যিই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়
খুলি ঘরের দোর।

ঘরের বাইরে বেরোই খালি পায়ে - শীত শীত লাগে পায়ে
গায়েও লাগে বেশ
প্রভাতফেরীর লগ্ন গুনি - অমর সেই গানটি শুনি
করুণ পরিবেশ।
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ---
কী যে মন্ত্র তোমার গানে তুমি ছাড়া আর কে জানে ?
কেন ফুলের ডালা সাজাই প্রতিবার ?
তুমি চলে গেলে সব ভুলে যাই
নেই তো প্রতিকার।

তোমার আসার পথটি বেয়েই স্বাধীনতা এল
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দেশটি আমার সদ্য স্বাধীন হল
তাইতো আমি কান পেতে রই তোমার আসার পথ চেয়ে রই
কখন যে আসবে তুমি বাতাসে বাজবে কখন তোমার আগমনী
দেখবো আমার দিনগুলিতে তুমিই দিনমণি ।

ডুবে আছি পঙ্কিলে

বিধাতা তোমার দান স্বাধীনতা আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি পঙ্কিলে
রক্ত স্যাঁতসেঁতে শাওলা শ্যামল দুর্বা কোমল ভূমে
আমি বেঁচে আছি দুঃখ দৈন্য বাংলার চরণ চুমে ।

প্রাসাদ প্রাচীরে নেই আমি প্রেমে সোহাগে
আমি নেই ভালোবাসার মূল্যায়নে
মরমিয়া মন মাঝির বাউল ভাটিয়ালী গানে

হৃদয় আমার ভরে দেয় সুধা ঢেলে ঢেলে
কৃষক আমায় আদর জানায় ফসলের মাঠে
যতনে ঘুমিয়ে দেয় সুজন বাধিয়ার ঘাটে
চৈতন্যের দুপুরে দুমুঠো শাক ভাত খাই

করিমন ছরিমন কাঁদে যে ব্যথায় আজীবন
তাদের বুকের সেই হাহাকারে আমার রক্ত বমি জলাঞ্জলি
ঘুমহীন চোখে সব কিছু দেখি যাকে পাই তাকে বলি

স্বাধীনতা আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি পঙ্কিলে
রক্ত স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা শ্যামল দুর্বা কোমল ভূমে
আমি বেঁচে আছি বিধাতা। বাংলার চরণ চুমে।

পইসাকা
১৩/১২/৮৬ইং

জগলু তুমি সত্যি বীর

জগলু তুমি সত্যি বীর
আট / দুই / সাতাশি ইং বাঙালির
ঘুম ঘুম চোখে মৃত্যু তোমার

জল সিঞ্চন নির্মম কুফার
বন্দীশালে বাঙালির
জগলু তুমি সত্যি বীর ।

হতভাগ্য আমরা এদেশ দুর্ভাগা
অকালে তাই হারালাম - তোমায়।

তুমি যে পথ দেখালে ভাই
সে পথে আজ ডাকি সবারে আয়।

দেখ ঐ কাঁপে মাটি, সাগর নদী
বাতাস ডুকরে কেঁদে ছুটে
শহর নগর গাঁয়ের পথে
প্রতিবাদী শ্লোগান উঠে
দেখ ঐ স্বৈরাচার আজ মেনেছে হার
জন্মভূমির ধিক্কারে।

জগলু তোমার মৃত্যু আবার
ঘুম ভাঙ্গালো বুলেট বিদ্ধ চিৎকারে
বন্দী শালে বাঙালির
জগলু তুমি সত্যি বীর।

পইসাকা
১৪/২/৮৭ইং

আমার বর্ণমালা

আমার বর্ণমালা আমার খেলার পুতুল
হৃদয় সঞ্জীবনী শক্তির সুরেলা সঙ্গীত

কম্পিউটার মননের ত্রিকালীন সংকেত
যথেচ্ছ ভাবান্তর শব্দাবলী সঞ্চিত-

মায়ের আঁচলে বাঁধা সংসারের চাবি
বাবার শক্ত হাতে মাঠে লাঙ্গল

আমার সকল অহংকার
আমার বর্ণমালা -- আমার ভালোবাসা।

জীবন যুদ্ধে শাণিত হাতিয়ার
বিজয়ের গৌরবে কুসুমের সৌরভে

দশ দিগন্তে আমার বর্ণমালা
আমার প্রার্থনার পবিত্র উচ্চারণ।

তাইতো বাবা বলে, 'খোকার কলম চলে
কাগজের বুকে হেলেদুলে
মাঠে আমার লাঙ্গলের মত ঢেউ তুলে'

মা বলে, 'অ আ ক খ অর্ধশত বর্ণ এঁকে এঁকে
আমার সবুজ আঁচল পরে শিশুরা খেলা করে।'

পইসাকা
২১/২/৮৭ইং

কাদের বিজয়

আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে
মাঠে ময়দানে প্রাণপণ লড়াই একাত্তরে

অবরুদ্ধ দেশ আক্রান্ত জাতি উদ্ধারে
মানি নাই কোন কায় ক্লেশ।

ন'টিমাস সময় যুদ্ধের নব্বই বছর মনে হয়েছিল
সেদিন কষ্টের সময় এতটাই প্রলম্বিত হয় --
বুঝিনি তা কভু আগে।

শুরু থেকে শেষ বিধ্বস্ত পুরো দেশ
আজো কি মিটেছে সেই যুদ্ধের রেশ ?

যুগ যুগ প্রার্থনার প্রেম উপহার
দেশ জাতি গোষ্ঠী একাত্ম জনতার
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির
মনের মুকুরে জেগে ওঠা কুঁড়ি
স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ মঞ্জুরী স্বাধীনতা ।

শুধু তাকেই পাবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে
যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির বীর
এক সাগর সমান ঝরিয়ে রক্ত প্রাণ দান করে গেল
বাঙালির রক্তে হোলি খেলায় ওদের নৃশংসতা এতটাই বেশি ছিল ।

পাশবিকতায় ওদের দু'লাখ মা-বোন মোদের হারিয়েছে আব্রু
রক্ত লোলুপ লালসা বীভৎস থাবায়
ছিন্নভিন্ন হয়েছে আপামর জনতা শিশুদের বুকেও
সেঁধিয়েছে ওরা বুলেট বেয়নেট মুক্তি পায়নি কেহ ।

বাঙালির অশ্রু বন্যায় প্লাবিত পদ্মা মেঘনা যমুনায়
ডুব সাঁতারে আমি ক্লান্ত ছিলাম।

তবু হার মানি নাই, মানি নাই হার
অবরুদ্ধ দেশ আক্রান্ত জাতি মুক্ত করেছি

যাকে পাবার জন্য একদিন আমি
ধরেছিলাম মাইল মাইল মাইল লম্বা সাঁতার

লাশে ভরা নদী সাঁতরে আমি তারেই করেছি উদ্ধার
এ সেই বিজয় ! ১৬ই ডিসেম্বর।

আজ আগামীর হে নতুন প্রজন্ম।
এনেছি আমরা তোমাদের জন্য।

জেএফসিএল
০৩/১১/০৮ইং

একুশের গান

৮ই ফাগুন! ও আমার
রক্তে রাঙা ফুলের ফাগুন!

তুমি এলেই কেঁদে উঠে আমার হৃদয় বীণা
করুণ সুরের অমর সঙ্গীত বেজে উঠে
শহরে নগরে গ্রামে গঞ্জে

তাবৎ বৈভব ভুলে স্বদেশ আমার হয়ে যায় দীনা
কী যে এক বিমূর্ত তানে আকুল আহবানে
আমি ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে --
মৌন মিছিলে খোলা পায়ে রাজপথ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আমি পারি না যা - হৃদয় তা পারে।

রফিক, জব্বার কথা বলে
মিছিলের কণ্ঠে কী চমৎকার ভাষা
গোলাপ পাপড়ির মত লাল পলাশের মত
সাজানো বর্ণমালা ওদের কণ্ঠে কত ভালোবাসা?

আমি গেয়ে উঠি একুশের অমর সেই গান
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ----- আমি কি ভুলিতে পারি?

প্রজন্ম প্রজন্ম ব্যথা মিশানো
সুর সাগর ধুয়ে দেয়
শহিদমিনার ফুলেল বন্যায়
আপন মহিমায় ভরিয়ে দেয় আমার এই দেহমন প্রাণ।

একাত্তরের কাছে

গীতিহারা স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে আসে
আমার হৃদয় তাদের কেন এত ভালোবাসে?

জানতে চাই পাই বা না পাই, তাই একাত্তরের কাছে যাই
ফিরে যাই সেই ভয়াল দিনগুলোর কাছে
চৈত্রের সেই দাবদাহের কাছে কালো ধোঁয়ার নীলিমার কাছে
বাঙালির আবাসভূমি পুড়ন্ত দিগন্তের কাছে
সবুজ বৃক্ষের কাছে, ফসলের মাঠের কাছে-

নদীর কাছে নীড়হারা পাখিদের কাছে -
আমি ফিরে যাই পরম আত্মীয়ের অসহায়ত্বের কাছে
আমি দেখতে পাই সেদিনের স্মৃতি স্বাগতম তোরণে
করটিয়ার সুখানীর পাক বাহিনীর মুখোমুখি
একাকী বীরত্বে প্রাণপণ লড়াই ।

সুখানীর শখের হাট বাজার 'করটিয়া'
চৌদিকে আগুন আকাশচুম্বী শিখা দাউদাউ

সুখানী চিৎকার দিল -- 'এ হামার বাবার মাটি'
ষাট উর্ধ্ব বৃদ্ধের হাতের লাঠি আকাশে উঠল
হানাদারের বুলেট ফুটল অজস্র বুলেট
ব্যাটা গান টওমী গান এল এম জি এসএমজি থেকে
বৃষ্টির মত ছুটল, সুখানীর টান করা বুক
বিদীর্ণ হলো ট্যা ট্যা ট্যা ঠা ঠা ঠা ঠুস ঠাস শব্দে

তার বজ্র মুষ্টিতে লাঠি মুখে 'এ হামার বাবার মাটি'
আর বুকে অজস্র বুলেটবিদ্ধ লক্ষ কোটি রক্ত বিন্দু।
এভাবে রক্ত ঝরল টাঙ্গাইলের আবুল কালামের
করিম রহিম যদু শ্যামের-- সারা দেশে।

স্বাধীনতার উপহার বুলেট, বেয়নেট, টওমী গান
গ্রেনেড ডিনামাইট ফাটার শব্দ টুপ টাপ ধুপ ধাপ ধ্রাম
নারী পুরুষ যুবা বৃদ্ধের সকলের রক্ত সিন্ধুর দামে
স্বাধীনতা এল -- তারপরও কি রক্ত ঝরা বন্ধ হল ?

অনেক সময় পার হয়েছে আর বিলম্ব নয় -
সার্থক হোক স্বাধীনতা মহান সেই বিজয়
আর নয় ক্রোধ নয় কোন বিরোধ
প্রাণে প্রাণে হোক বন্ধন
বাংলার ঘরে ঘরে ভালোবাসায় চিরন্তন।

বাধ্য করো না

কি আমাকে বাধ্য করো না কথা বলতে
বলতে গেলে তোমাদের মুখোশ খুলে যাবে

পরিচ্ছন্ন ছবি ধরা পড়ে যাবে ক্যামেরায়
বিশ্ব জুড়ে ভিডিও হয়ে ছেয়ে যাবে
আপত্তিকর দৃশ্যাবলী ভিডিও ফুটেজে।

আমাকে বাধ্য করো না - উঠে দাঁড়াতে
দাঁড়ালে আমি সহসাই বসবো না।
হাঁটতে হাঁটতে যাব মুন্সী বাড়ি মোল্লা মোড়ল
এমনকি থানা পুলিশ অবধি বাকী রাখবো না
বিহিত একটা করেই তবে ফিরবো।

আমাকে বাধ্য করো না - হাত উঠাতে
এই হাত একবার উঠে গেলে নামায় সাধ্য কার ?

আঙ্গুলে আঙ্গুলে গুনে নেব এক দুই তিন করে
খতিয়ান সবার।

দোহাই তোমাদের আমার এই হাতটা উঠাতে বাধ্য করো না
নানান অভিশাপ পাপ উঠে আসতে পারে এই হাতে
বিশ্ব সেরা মারণাস্ত্র ।

আমাকে বাধ্য করো না সরে যেতে
আমি সরে গেলে ফিরে আসবে বৈপরীত্যের ঘোড়া
কদমে যার পিষ্ঠ হবে তোমার কদম জোড়া।

প্রজাপতি

উম্ উম্ রোদ গায়ে শীতের সকাল
কাঁথা কম্বলে কেউ লেপের ভিতর কাল
বেশ আরামেই কেটেছে রাত
অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে ছিল হাতে হাত।

এখনও চন্দ্রালোক লেগে আছে ঘুমের দাগে
মসৃণ তনুর ভাঁজে অনুরাগের ছোঁয়া জাগে।

এক কাতে শুয়েই রাত হল ভোর
এতটা বেহাল নিশি ঘুমোঘোর

পাশ ফেরার অবকাশ কই?
মহা স্বপ্নের আনন্দ রইরই।

নাড়ীর স্পন্দনে
বুকের নন্দনে

প্রজাপতি সুখ উড়ন্ত ডানা -
চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষাই মানা।

দেখা হবে

ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ধেয়ে চলা পথে
উন্মত্ত পৃথিবীর রোদে ভিজে সকালে
রক্তিম চুম্বন কামুক সূর্যমুখীর কপালে
এমনি মুহূর্তে মনোরথে ----

খুলে যাবে স্মৃতির দুয়ার
সোনালি ফসল ভরা আয়ুর মাঠ
আনন্দে উঠবে ভরে কোলাহলে পরিপাট
ফাগুনে গান হবে বকুল ঝরার।

সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবো
উদার একটি বুক
উদোম বুকের কাছে পাবো
দেখা হবে সুখ উন্মুখ।

মাছি

লজ্জা আমার ভূষণরে দুষ্টু লজ্জা আমার ভূষণ
লজ্জা ছুঁয়ে তুই আমারে করিসনারে দূষণ।
ব্যস্ত মানুষ জানিস তো তুই একটুও সময় নাই -
সময় পেলেই আমি কেবল এদিক ওদিক যাই।

এইতো এখন যাচ্ছি ছুটে শহর ছেড়ে গাঁয়ে
দেখ না কেমন এঁটেল মাটি মাখছি আমার গায়ে
দেখবো আমি মাঠে মাঠে কেমন ফসল ফলে
হাট বাজারে কি সব জিনিস বিকিকিনি চলে।

উড়ো উড়ো স্বভাবটি তোর এদিক ওদিক যাস
পচা গলা গন্ধ খাবার তুইতো খেতে চাস।
একি করিস! বসলি গায়ে ধরলি পায়ে ইস -!
নিষেধ পথে পা বাড়িয়ে লজ্জা কেন দিস।

আমার ঘরে টেবিল পরে থাকতি যদি বসে
এমন থাপ্পড় মারতাম আমি জোরছে তোরে কষে
তোর দেহখানি পড়ে যেত আমার থেকে দূরে
টিকটিকিতে খেয়ে নিত আস্ত উদর পুরে।

মরা মুর্দা সবই মাড়াস
যা খুশি তাই খেতে চাস
খোলা খাবার আর উদোম জীবের রানে
হুট করে তুই বসে পড়িস পাকা আমের ঘ্রাণে।

বেহায়া তুই! তোর উপরে ভীষণ খ্যাপে আছি
বাড়া ভাতে বসিস নারে বিরক্তিকর মাছি।

বিবেক নামের ঘোড়া

রক্তকে আর ভয় করি না মানুষ পশু সে যাই হোক
পাষাণ হৃদয়ে আমার নেই কোন দুঃখ শোক ।
রাতের আঁধার দিনের আলো সব কিছুকে রুখে
সভ্যতারে নগ্ন করি আমি মনের সুখে
আমি এক হেয়ালী নটরাজ
বিবেক নামের পাষাণ প্রাচীর নেই সম্মুখে আজ ।

মায়ের আদর বাবার শাসন দিয়েছি জলাঞ্জলি
ভালোবাসা শ্রদ্ধায় কারো - কেবল থুথু ফেলি ।

তুলতুলে গাল প্রাণোচ্ছ্বাসী
অধরে যার মিষ্টি হাসি
এমন শিশুর রক্ত নিতেও পড়েনি মাথায় বাজ
বিবেক নামের সর্প কলা মাথা তুলে না আজ ।

এক হাতে আজ পাপ সে আমার আর এক হাতে শাপ
কণ্ঠে শুধু অট্টহাসি নেইতো শোক তাপ

এই সমাজের রক্ত চুষেই ফুলে ফেঁপে গেছি
কর্তার দয়ায় এখন আমি দিব্যি সুখেই আছি।

আমার প্রথম খুনের লাশ আমি যে নিজেই ভুলে গেছি
মিত্রকে যে শত্রু করে শত্রু বনেছি।

বীরত্বের এই মিথ্যে বড়াই মূল্যহীন এই ইচ্ছে লড়াই
মিছেই বীরের সাজ
তবু বিবেক নামের ঘোড়া
ইচ্ছে নামের প্রতিকূলে কদম তুলে না আজ ।

কাব্য বিকিকিনি

বালিকা! বই নেবে?
এই নাও লাল নীল মোড়কে
সবুজে লাল আলপনা আঁকা নতুন এই বই!

এটা নেবে না! তবে নিশ্চয় ওইটি?
নাও! এটা ছোটদের পড়ার ছোটছোট ছড়ার।
ওইটা বড়। বড়দের স্বপ্নময় বিশ্ব গড়ার।

তবে আমি যাই! যাবে? একটিও নেবে না?
দোকানে আমার এত শত বই!
তোমাকে দেবার মত একটিও নেই?

এই দেখ - নতুন ও পুরোনো সকল কবির
সাজানো শতশত বই!
ইচ্ছেমত তুমি তুলে নাও।
নেবে না? শূন্য হাতে কেন ফিরে যাও?

বালিকা! বল - তবে কোনটি তোমার চাই?
একদম নতুন!
তবে একটু বস
আমি লিখে দেই।

এই নাও 'মা' নতুন এটি চির ভাস্বর ছবি
তুমিই আমার বড় আদুরে মিষ্টি কবিতা কবিতার বই।
হৃদয়ের রংতুলিতে এঁকেছি তোমারে আমি যে শিল্পী আমি যে কবি?

তুমি মহা গর্বিনী আজ

দুষ্টু হাওয়ার দস্যি দোলায় একটুখানি খুলে গেল
মাগো তোমার রঙিন শাড়ির ভাঁজ
হাড় হাভাতে মাগো আমি কীসে যেন মগ্ন ছিলাম ফেলে আমার কাজ
চোখ ফেরাতেই পড়লো চোখে তোমার বুকে
আমার চাওয়ার সকল রঙের বিপুল সমাহার
হাসছে সবাই ফুল পাপিয়া মিষ্টি মধুর
গাঁয়ের বঁধুর আঁচল বেয়ে ঝরছে মধুর লাজ।

এমন সময় কাঁদছ তুমি কাঁদছি আমি শোকে মুহ্যমান
ভাষার জন্য দিয়ে গেল আমার ভাইয়ে প্রাণ।
বসন্ত ! এসেছে সে তো ১লা ফাগুন
সেদিন ফোটেনি কোথাও তেমন কোন ফুল।

শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার বনে সবেতো দিয়েছে দেখা
ফাগুনের এমন দিনে মাগো তোমার ভাঙ্গলো কে কপাল ?
রফিক, সফিক, জব্বার, ছালাম, বরকত
বুকের রক্ত ঝরিয়ে ওরা রাঙা কপোত

ওরা ভাষা শহিদ পাষণ্ড সব থমকে গেল
বিশ্ব বিবেক চমকে গেল
তোমার মাথায় শহিদ মিনার তাজ
বাংলা ভাষার বিজয় মাল্য কণ্ঠে তোমার
মা- তুমি মহাগর্বিনী আজ।

বীণ বাজায়

রাখাল বাজায় বাঁশি মাঠে তেপান্তর তপ্ত দুপুরে
গাঁয়ের চাষী পল্লীবাসী শোনে অনেকেই মিঠে রোদের বিকেলে

মুগ্ধ হয় উৎকর্ণ হয়েই বাঁশিতে মন দেয়
মন্ত্রের সুর তাকে রাখালের কাছে টেনে নেয়।

সাপুড়েও বীণ বাজায় সাপ সর্পিনী খোঁজায়
সাপ প্রাণ নিয়ে পালায় কিনা জানি না।
তবে সর্পিনী কোমর দোলায় ফণা তুলে
বীণ তানে তালে তালে কখন যে সাপুড়ের হাতে
ধরা দেয় নিজের অজান্তে
মাটির ডেরা ছেড়ে মাথা ঠুকে ঝাঁপিতে
প্রেমাসক্তি জাগে তার দুষ্টু বীণতানে ?

জনপদের প্রতিভূরাও সাপুড়ের মত
বীণ বাজায় নানা সুরে শহরে নগরে

গাঁয়ের মেঠো পথে বাড়ির আঙ্গিনায়
নাগেরা আমলে নেয় কিনা জানিনা
তবে নাগিনীরা জড়িয়ে যায় প্রেম কাঁটায়
দুষ্টু বীণের তানে সুরের মায়ায়।

সাপুড়ে বীণ বাজায় বীণ বাজায় প্রতিনিয়ত
তুমিও প্রেয়সী আমার
বীণের তানেই নাচো ।

জেএফসিএল
০২/০৫/০৯ইং

দুঃখ আমার অমর পঙক্তি

সবাই ঘুরে - পৃথিবীও
পশ্চিম থেকে পূর্বে
তাই বুঝি চন্দ্র সূর্য
পশ্চিমে ডুবে।
আমি খুব বেশি ঘুরি না
আমি যে অলস
বেদনায় ভরা আমার এই বুক
ফেনিল কলস।

দুঃখ আমার লুকিয়ে রেখেছি বন্ধ রেখেছি
অশ্রু ঝরা আঁখি লজ্জাতে খুলি না
স্বজনে বিজনের শত আঘাতে বিদীর্ণ হৃদয়
স্বপ্ন সুখেও ভুলি না।

শান্তির সরোবরে জলকেলির প্রণোদনায়
যারা ছিল আপন, ভাই ভগ্নি স্নেহের
তারা কেউই আজ আর নয় আপন
সম্পদ লুটার স্বাধীনতায় উন্মাদ ওরা আমার চেয়েও ঢের

কৃতদাস প্রথা! সেতো ওঠে গেছে চৌদ্দ শ বছর
আগে পৃথিবী থেকে
আজও কি কেনা যায় মানুষ গোলাম

সরে যায় যদি মন থেকে ?
তবে কেন বিফল প্রয়াস করিব --
কড়িতে কিনতে যাওয়া স্বজনের মন ?
ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ
হয় না কখনো আপন।

তবে জেনে রেখো
সম্পদ দানে বিনাশ প্রেম
নিঃস্বের জীবন অসাড় জেনো ---
সম্পদ ছাড়া কোথা পাবে সে সোনার হেরেম

সম্পদ জীবন বাঁচায় কারো জীবন নাশে -
সম্পদ পেলে প্রিয়জন খুশী অফুরান ভালোবাসে।

আমি কবি রচি কবিতা
কবিতা আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
কাব্য সঞ্জীবনে শুদ্ধ আত্মার শুভ্র মানুষে
ভরে উঠুক আমাদের এই জনপদ।

মানুষ বল ভাই

আমাকে বুড়ো বললে -- ক্ষেপে যাই
খুড়ো বললে চেপে যাই
জুয়ান বললে জ্বলে যাই
প্রশংসায় গলে যাই
অবজ্ঞায় চলে যাই

ক্ষুধা পেলে খেতে চাই
পিপাসায় পানি চাই
ঘুম পেলে শুতে যাই
স্বপনে সুখ চাই

বালক বললে বেঁকে যাই
চালক বললে রেখে যাই
আলো বললে নিভে যাই
কালো বললে দুঃখ নাই

পাগল বললে বলি ভাই
তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই

মানুষ বলে ডাকো যদি অন্তরে সুখ পাই
আমাকে মানুষ বল ভাই ।

জেএফসিএল
৫/৮/০৯ইং

স্পর্শ সুখ

এই যে আমার উঠোন কোণে কাজী পেয়ারা গাছ
অনাবৃষ্টির আষাঢ়েও বেশ তরতাজা
মাঝে মাঝে মেঘেরা উড়ে যেতে যেতে
ফেলে গেছে জলধারা স্বল্প বৃষ্টি

তাতেই এমন মেতেছে ডগা - তৃষ্ণার আসক্তি বুকে
লকলকে বিপরীত দুটি ডাল
বাতাসে দুলছে আমার হৃদয় নন্দনে
মনে হয় আবহমান কাল ---

নর্তকীর মতন নাচবে ওরা
পাতা পুষ্প স্পর্শে অনুরাগ কাঙাল।

গত আষাঢ়ে উঠোন উপচানো বৃষ্টির জলে
পাশের নিচু জায়গাটুকু পুকুর সেজেছিল
সাদা হাঁসেরা কেলিতে উঠতো মেতে।

পেয়ারা গাছ সমান্তরাল দাঁড়িয়ে দেখেছি
জলের ভিতর গাছের ছবি পাতার ভারে
নুয়ে পড়া ডাল জলের বুক স্পর্শ করা।

সেই ছবি এ আষাঢ়ে নেই । কিন্তু স্মৃতিতে ভাস্বর
দেখেছিলাম আহ্লাদী ডাল পাতা ভরা
জলের ভিতর জড়িয়ে গ্রীবা জোড়া হাঁস স্বর্গ

সুখ স্পর্শ করা অনুভবে স্থির পানিতে অস্থির
ডালেরা স্পর্শ সুখ পায় ! হাঁসেরাও গ্রীবায়
তবে মানুষ কত বেশি আর আদর সোহাগ চায় ?

জেএফসিএল
৫/৮/০৯ইং

দেখা

আমি দেখি দু'চোখ বিদ্ধ করে দেখি
কত সুন্দর ফুল! সবুজ বৃক্ষে বনবাঁদারে
লতায় শাখায় নানান বনে রমণীয় খোপায়
নীলাম্বরী রাতের তারার মত।
গাঁও গেরামের মাঠ ফসলে একাকার
আকাশে ভেসে যাওয়া কালো মেঘ
কোমর দুলিয়ে যাওয়া ষোড়শীর বেণী
কালো চুলে নকশী করা অজগর শরীর
কখনো বা বিষধর গোখরার ফণা
প্রত্যুষে ষড়ঋতুর অপরাহ্নে গোধূলির
সোনা রং দেখি
কেশে বেশে নারীত্বে ফলবতী বৃক্ষের মত
তোমাকে বেড়ে উঠতে দেখি
আমি আঁধার দেখি আলোও দেখি
স্বপ্ন দেখে কত বার ক্লান্ত হয়েছি
এখনও দেখি - দেখতে আমার ভাললাগে।
আমি ভুল দেখি শুদ্ধও দেখি
সত্য দেখি মিথ্যেও দেখি
এতকিছু দেখতে দেখতে চোখ দুটো আমার
হয়ে যাচ্ছে হাড্ডিসার বুড়ো।
ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতায় মেরু দেশের বরফ গলতে দেখি
ব্যস্ত ত্রস্ত পায়ে পিপিলিকার দল বলে পথ চলতে দেখি
দেশ নেতা নেত্রীর ভাষণের ভং দেখি
জনতার জোয়ারে শহর ভেসে যেতে দেখি
রং মাখা সং সাজা লোকেদের দেখে দেখে বয়সটা হয়ে গেল পুরো।
তারপরও আমার ভিতরে কে ? আমি দেখি না।

জেএফসিএল
১০/৮/০৯ইং

চলার শব্দ

চলার ভিতর শব্দ শুনে
স্তব্ধ তার বাতায়নে এই মন
দখিনার আসা যাওয়ার শব্দে
ফাগুন করে আলিঙ্গন।

মশা আর মাছি উড়ে স্বভাবী শব্দে
ভ্যান ভ্যান মানুষের ভাঙ্গে ঘুম -

সিংহের চোয়ালে ময়ূর সিংহাসন
দিগম্বর রাজা ভীষণ সাহসী মাছি রাজ্যভার বাহাদুরী
প্রশাসন বাহুতে পুষে দাম্ভিক উড়াউড়ি।

বাতাসের বুক ঠেলে আকাশে বিমান উড়ে গুরু গুরু
লাইন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ট্রেন চলে ঝকাঝক

কেবল আমিই বুঝি না
কি করে আসি যাই ? আমার চলার পথ
বাহন বিহীন নিঃশব্দ নিরাপদ।

আমি যাই কেউ দেখে না
কোথায় যাই ? জানি না কেউ জানে না
তবু কেউ কেউ কাঁদে যাবার পর
আসার পর কেঁদেছিলাম আমি
ভীষণ চিৎকার দিয়ে ডেকেছিলাম 'মা' বলে।

জেএফসিএল
১০/০৮/০৯ইং

কবি ও কবিতাকে বলি

কবি কে বলি --
কোথায় তোমার কবিতা মঞ্চ?
মঞ্চ ছাড়া তোমার অস্তিত্ব কোথায়?

এই যে তোমার এত কাজ কার জন্য?
জনারণ্যে যদি না তোমার স্বীকৃতি থাকে
কে শুনবে তোমার কথা? এত সব যাদের
দেবার জন্য দিনমান হেঁটে চলেছ।

দু'হাত ভরে হৃদয় ধুয়ে যে শব্দাবলী
সুরের ঝংকারে পথে নেপথ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছ
তার কোন ফল দেখতে কোথাও পাচ্ছ কি?

অতএব মঞ্চ গড়। যে মঞ্চে দাঁড়ালে দেখবে
মানুষ শুনবে কথা তৈরী হবে শ্রোতা
যারা মননে বেধিতে ধারণ করবে তোমার রস
মানুষই বয়ে আনে যুগান্তরে প্রবাদ বচন।

কবিতাকে বলি:
হে কাব্য কুল লক্ষ্মী! তুমি আমার
প্রিয় জন্মভূমির কবিকুলে সহাস্যে প্রবেশ কর।
ওদের ইন্দ্রিয় রসে নিষিক্ত হও। সৃষ্টি সুখের
উল্লাসে মাটির গর্ত থেকে পরত কেটেকুটে

সবুজ শস্যের মাঠে আসুক বান ডাকা স্রোতে
সারা বাংলায় ভেসে বেড়াক গাঁও গেরামের
গেরস্থ বাড়ির ঘাটে ঘাটে। গৃহিণীর আলাপনে
ছন্দ আনো পরিশ্রান্তের গ্রাম শুকাতে
ওদের কণ্ঠে সুর ঢেলে দাও প্রাণে প্রাণে
সেতু বন্ধনে তোমার প্রস্রবণে ওদের পরি পুষ্টি দাও
একবার শেখাও ওদের তুমি প্রেম তুমি আশা
তুমি শয়নে স্বপনে মধুর আরতি সুধাময় ভালোবাসা ।

শত্রুবেষ্টিত

আমি কি সেই জন
শবখানি যার সমর্পণে ঐক্যবদ্ধ শত্রুদল
উৎফুল্ল উদ্যত কবরে।

তাহলে যারা আপন তারা কোথায়
তাদের কি কর্তব্য আজ?

নেবার তো অনেক আছে শত কোটি জন
দেবার মত আছে কি আসলে কেউ ক'জন?
চারিধার আজ শত্রুবেষ্টিত ---

দুঃখের পদাবলী গেয়ে
তবে তো সুখেই আছি বাজ।

হতে হতে কবিই হলাম

হতে হতে কবিই হলাম!
তার চেয়ে ঢের ভাল হতো
হতাম যদি জগতখ্যাত নায়ক
কোন গায়ক বংশীবাদক।

বহু সাধনায় শিল্পী হওয়া
শিল্প কষ্টের ফল।
কষ্ট ছাড়া হয় কি মানুষ?
কবি মহান শিল্পী স্রষ্টা তানসেন সুর সাধক ?
ধরার পরে হেসে খেলে ! ফেলে চোখের জল !

কে হয়েছে এত বড় ? জানলে খবর
কে তুই আমার বন্ধু ওরে! বল আমাকে বল ।

জেএফসিএল
১৭/০৯/১০ইং

সংজ্ঞায়িত মানুষের দিকে

তোমাদের এই ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেতে দেখে বন্ধু আমার
কেবল ক্ষয়ে যেতেই ইচ্ছে করে।
আদর্শ নদী নাব্যতা বয়ে বয়ে একদিন
স্বপ্ন সুখের মোহনায় পৌঁছে যাব।
ভ্রান্ত মানুষ মনুষ্য অবয়বে অন্য কিছু
নিচু ! তার চেয়ে নিচু নেই আর কিছু।

ইচ্ছে করে তোমাদের মত ক্ষয়ে যেতে চাই না
তাহলে বাল্য শিক্ষার সেই আদর্শ লিপি
প্রতিজ্ঞা সব মিথ্যে হয়ে যাবে।
বাবার আদেশ, নিষেধ মায়ের দেয়া দিব্যি
তোমাদের প্রস্রবণে অবগাহনে ধুয়ে মুছে
যাবে - তা কি হয় ? হতে দেয়া যায় ?

তিন সত্যির দিব্যি মায়ের 'কোনদিন মিথ্যে বলবি না
লোভ লালসায় রঙ রসে পাপে কভু গলবি না'।

মা- বাবা নেই। তাদের কি ভুলে গেছি? পেরেছি ?
তাহলে -- তাদের উপদেশ শিক্ষা
ভুলে যাই কি করে?
যাত্রা আমার ও পথে কাম্য নয়---সুতরাং
ফিরে এসো বন্ধু তোমরা---
ফিরে এসো সংজ্ঞায়িত মানুষের দিকে
জ্ঞান তপস্যার কাছে কঠিন প্রতিজ্ঞার কাছে ।

জেএফসিএল
৫/৯/০৯ইং

দুর্বার যৌবন

গ্যাস লাইন অন করে অগ্নি উৎস
ছুঁড়ে মারতেই দপ করে জ্বলে উনুন।

দুর্বার যৌবনে দয়িতার দেখা পেলে
প্রেমিকের হৃদয় অতল তলে শুরু হয় প্রেম
বুদবুদ উঠে আসে নিথর জলে খনে খনে

ভাবে -- আবার দেখা হলে বলবো ভালোবাসি -
হয় না তখনও বলা -- রয়ে যায় মনে মনে।

সহসাই বলা হলে নিতান্তই বাড়াবাড়ি --
এ এক স্বর্গীয় দান প্রেম ভোগে উবে যায়
ডুবে যায় স্বপ্ন রঙিন-ভেঙ্গে যায় তাড়াতাড়ি।

যে ভাবেই শুরু হোক প্রণয়
কখনোই শেষ হবার নয় প্রলুব্ধ যুদ্ধ
অন্তহীন হেঁটে চলে অনন্ত কাল
চেনা অচেনা পথে, আণবিক চুল্লী নির্মিত
অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ চলে অবিরাম মনে মনে
এসএমএসে ভরে যায় হ্যান্ডসেট উভয়ের।
ঋজু পথ বন্ধুত্বের ।
রেস্তোরাঁ পার্কে কত লুকোচুরি, আড্ডা
নতুন পুরানো সিনেমার হিরো হিরোইন
এক হয়ে কখনো একলা হয়ে ভাবান্তর
শব্দের মাঝে ঘুরপাক খায় অবান্তর নয়।

তথাপি কি এক মাদকতায় ফুটাই প্রিয় ফুল
প্রেম গোলাপ মালঞ্চে টবে
প্রিয়জন খুশি করে ধন্য হতে।
অতি উৎসাহে বেশি গলে যাওয়া অন্যায়
মনে হয় নিষিদ্ধ ফল গন্ধম গলাধঃকরণ
আদম হাওয়ার স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামার
সবচেয়ে পুরোনো অপরাধ কাহিনি।

০৫/০৯/০৯ইং

প্রেম উপাখ্যান

বেলছি এখন ভোরের নাস্তা তেলে মাখা আটার রুটি
তপ্ত খোলায় শেকছি কারণ
মিষ্টি সুরায় ভিজিয়ে খাবো -
তাড়াতাড়িই নামবো পথে আজকে আমার ছুটি
তারপর তোমার চলার পথটি নেব পথের সাথী করে।
অনেকদিন পার যে হলো দেখি না তোমারে
তাইতো আমি এপথ ধরেই তোমাকে দেখতে যাবো
তোমার দেখা চলতে চলতে পথের মাঝেই পাবো
জীবন সম্ভার ভরে গেছে আজ অস্ত্র উপাচারে ভাগ্য রেখা-
মিলিয়ে নেব জ্যোতিষী তাপস্যে
ভরে দেবে তুমি আমার হৃদয় মণিকোঠা
মিষ্টি হাসির মুখটি নিয়ে যদি গো দাও দেখা।
একটি ছেলে আর একটি মেয়ের প্রেম উপাখ্যান
যেভাবেই শুরু হোক কখনোই শেষ হয় না।
মিনতি আমার দূরকে করবে নিকট বন্ধু
আমাকে করবে না পর --
যুগল বন্দি ছবির মত থাকবে পাশে জনম জনম ভর।
প্রতিশ্রুতির এই চলন্তিকা নদী
জীবনের রূপ রেখায় চলবে
আঁধারে প্রদীপ হয়ে জ্বলবে
আর তোমার কথা আমার কানে
আমার কথা তোমার কানে
ভুলগুলো শুধরে দিতে
চুপিচুপি বলবে।

২২/০৯/০৯ইং

অনঙ্কিত কার্টুন

আমি একটি কার্টুন আঁকবো
মানব শিশুই বটে
অমন শিশু নেয়নি জন্ম
আজও বিশ্ব পটে।

হাত দুটো তার লম্বা এত
ইচ্ছে মত বাড়তে পারে
চাঁদের আলো মুঠোয় পুরে
পৃথিবীতে ছাড়তে পারে।

সামনে চেয়ে পেছন ছোঁবে
আড়ালে তার সূর্য ডোবে।
বাঁশি যত সব বাজাবে
বাগানগুলো সব সাজাবে
মনের মত ফুল বানাবে
কম্পিউটারকে হার মানাবে

চেহারাটা যাচ্ছে তাই
বুদ্ধিমত্তায় তার জুড়ি নাই
কবর খোড়া মাটির কণায়
অতীত মানুষ সব বানাবে
মরার আগে মৃত্যু খবর মনিটরে সেই জানাবে।
মায়ের স্মৃতি স্বপ্নগুলো বুকে আমার জাগিয়ে দিবে।

দুঃখ যত নিজেই নিবে
এও কি কভু সম্ভব হবে?
আঁকলে কার্টুন -- কাটুর্ন হবে।

২২/০৯/০৯ইং

সুশৃঙ্খল বৃক্ষেরা

নিত্য অভ্যাস প্রাতঃভ্রমণ
আজো তাই এই পথে, কাল দেখেছিলাম
যাদের একটুও সরেনি কেউ
যে যার মত দাঁড়িয়ে আছে।

এ কি বিস্ময়ে অভিভূত আমি
চব্বিশ ঘণ্টায় কেউ নড়েনি সরেনি কেউ
কোন নতুন দূরত্বে এত সুশৃঙ্খল বৃক্ষেরা?

যুগযুগ নিত্য প্রয়োজনে স্থির অথচ
আমরা কেবল দৌড়াই শুধু শুধুই করি ওড়াউড়ি
কাড়াকাড়ি। ভাবি- হতাম যদি বৃক্ষই তবে তো
পলকহীন জেগে জেগে রৌদ্র মেঘের খেলায়
বৃষ্টির গান শুনে শুনে পুরোটা জনম হয়ে যেত পার।
কেন যে মানুষ হলাম পাপ পুণ্যের পূজারী?
মৃত্যুর পর পুনঃ বিচার ---
সংসার সে এক জটিল ভুবন
পরস্পর আচানক দায়।

তার চেয়ে ঢের ভাল বৃক্ষ জীবন আদি প্রাণ
অন্তেও থাকবে পৃথিবী মৃত্তিকায় ডোবানো শেকড়
অনড় বৃক্ষেরা অরণ্যের কচি কাঁচা বৃদ্ধ বয়স্য
প্রাণের আদি মাতা নমস্য।

হতাম না হয় কবিই হতাম
লিখে যেতাম বৃক্ষ বন্দনা গীত
বন্ধু হে আমার নেই কি তোমার
বন্ধু বেদন রুদ্ধ রোদন শীত প্রত্যুষে
আমার মত তোমার গায়েও লাগে কি ভীষণ শীত?

২/০৯/০৯ইং

মৃত্যু কোন সুসংবাদ নয়

বলেছিলেন বন্ধু! সময় পেলে যেন কিছু লিখি আপনাকে নিয়ে
এখনও তেমন পারদর্শী হইনি জনাব --
ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন বুকে আছে
মুখে আনার গৌরব অর্জনে স্বচেষ্ট আছি এটুকুই জানাতে পারি।
ইতোমধ্যে একটা দুঃসংবাদ পেয়ে ভরকে গেলাম
আমাদের শেখ ভাই হঠাৎ ঘুমিয়ে গেছেন--
চিরনিদ্রায় নিজ বাসভূমে শুয়ে আছেন
ডাকলাম, শেখ ভাই উঠুন সাড়া নেই-
অনেক বেলাতো এভাবে ঘুমোন না তাহলে
আজ কেন ? বুঝলেন উনি উঠলেন না।
বললাম, ভাই ভদ্রলোক এক, অনেক দূরের যাত্রী
দেখা করতে চান একবার মুখ তুলে তাকান
না -- উনি অনড়। ভাবলাম মৃত্যু বুঝি এভাবেই
করে ভর, জীবের পর।
অনেকদিন দেখা পাইনি বলে হাত বাড়ালাম
না সেই নাদুসনুদুস স্বাস্থ্যবান মানুষ আর
হাত নাড়াল না। অনর্গল কথা বলার মানুষ
স্তব্ধতার অন্ধকারে মৃতময় মাদুরে শুয়ে
অনন্ত কালের ঘুমে থাকবে কি করে?
অগত্যা মুরধিব জন বিধায় শেষ কদম মুছিতে
হাত দীর্ঘ -- চারিধারে ঘুরে ফিরে দেখলাম
পা ছুঁবো কই ? সব খানেই তো মাটি।
মাটির স্পর্শে হাত ফিরে এল। ফসলী মাঠের
ঘ্রাণ হাতে আমার । ভাই জলিল আমিতো প্রস্তুত
আপনিও থাকুন। মৃত্যু কোন সুসংবাদ নয়
পরপারের মিছিলে যাবার নিয়তির শেষ বাঁশি
অবিরল ক্রন্দন ঝরে অশ্রু নিভে যায় সব হাসি।

০৪/০৯/০৯ইং

তুমি এক চলন্ত নন্দন

তুমি এক চলন্ত নন্দন পৃথিবী আমার
ফুটিয়ে চল যতনে পুষ্পকলি
ফুলের মত পাপড়ি তোমার নিতম্ব নিটোল স্তনমূল
চোখ মেলে চাও এগিয়ে যাও
চাহনি তোমার উড়ন্ত বুলবুল ।

তুমি চলতে থাক - পায়ে পায়ে পথ গছে যাও
নাচে নিতম্ব নাচে উর্ধ্বাঙ্গ দিনে কি রাতে
যতবার দেখি - দেখতেই থাকি
চৈতন্যের সভ্য নগ্নতায় এক হয়ে যাই তোমার সাথে।

তুমি চলতে থাকো - পিছনে উড়ন্ত চুলে
ময়ূর পেখম তুলে বিজলী চমক ক্ষণে ক্ষণে

নৈকট্য লাভের ছন্দিত কামনায় দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে
তোমার পথে প্রজাপতি পাখা মেলে মহুয়া মাতাল বনে

এত রূপ রস গন্ধ মাদক হেথা নেই।
হেথা নেই ---তবে কোনখানে ?

আমিতো পেয়েছি সন্ধান
কোথায় আমার আরাধ্য মায়া কানন
স্বর্গ সুধা প্রস্রবণ
পৃথিবীর যত সুখ আছে শান্তি তোমার মধ্যখানে।

০৪/০৯/০৯ইং

এক সংজ্ঞায়িত মানুষ

পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার স্মরণে

স্বর আর ব্যঞ্জনের আধিক্যে যতই
বিশেষণে আমাকে বিশেষায়িত করো না কেন
তোমাদের দেয়া ওই সব নামের সুগন্ধ
আমার নাসিকায় ঢুকবে না আর
কখনো কোনদিন আমার কর্ণকুহরে মধুর কোন
ঝংকার তুলবে না -- কারণ আমি এখন
প্রয়াত এক সংজ্ঞায়িত মানুষ।

তোমাদের অভাব অভিযোগ থাকতে পারে
আমারও অনেকইতো ছিল। সমাধান নিজেরাই
খুঁজে নিও দক্ষ কোন অভিজ্ঞেয় সাহচর্যে।
আমার সায়াহ্নের ঘুম ব্যস্ততায় কেউ
জাগাতে এসো না বিনিদ্রের কষ্টের ঘুম ভাঙ্গাতে
আমার যা কিছু ছিল নেবার দেবার তা এখন অতীত ।

চেয়ে দেখ! আমার ওই ফেলে আসা শৈশব
বাল্যের ত্রস্ত মাঠ কৈশোরের দামালপনা
যৌবনের জাগরণ ধীরে বহা কর্মরূপ
পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় ডুবুরীর মত কর সন্তরণ।

জন্মের পর সরল সংক্ষেপ একটা নাম ছিল আমার
পৈতৃক অথবা পিতামহ মাতামহের দেয়া
তারপর কঠোর সাধনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সেই নামের
অগ্রে লিখালাম ডক্টর।
তারও কিছু পর তোমরাই দিলে আরও অগ্রে জুড়ে
পরমাণু বিজ্ঞানী!
এভাবেই আমি পৃথিবীর পান্থ পথে
পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া
বাকী পরিচয় খুঁজে নিও আমার কর্মশালায়
এই বাংলায় প্রাণস্পর্শী অর্ধশতক মধু সঞ্চয়ের
রক্তলাল আমার অজস্র ভালোবাসার বর্ণমালায় ।

২৭/১০/০৯ইং

মানস প্রশান্তির ক্ষুধা

জীবন আসে চলে যায় --
রহস্যময় এই জীবনের শুরুটা কোথায় ?

জানতে চাওয়া অপরাধ নয় তবুতো-
জানতে পারিনি -- কেন ভাললাগে --
তোমাকে আমার, হে আমার আবর্তিত পৃথিবী-

আমার মানস প্রশান্তির ক্ষুধা জৈবিক এই
হৃদয়ে কেন জেগে উঠে বারে বারে ?

বিপরীত দুটি জীবনের পরস্পর
একসাথে চলার বাসনায়
এত মাদকতা এত প্রাসঙ্গিকতা
স্বপ্নময় আরাধ্য আলিঙ্গন

ছন্দায়িত জীবন যাপন মধু শিহরণ
পুলক জাগরণ যাদু যাদু খেলা
নতুন প্রজন্ম জনমের পূর্বশর্তে
গমন আগমন শিল্পায়িত জীবনের ছলাকলা-

পরস্পর একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত করার
ব্যাকুল প্রয়াস ভালোবাসার ভ্রুণ
যদিও প্রাসঙ্গিক কামনার ফুল ঝরে ঝরঝর
এখানেই জীবনের শুরু --
আরও একটি জীবনের আরও একটি হৃদয়ের ভালোবাসার শুরু।

২২/০৯/০৯ইং

আমি ফুলকে দেখেছি

আমি ফুলকে দেখেছি ফুলের মতই
পাপড়ির চোখে চেয়ে থাকা অজস্র মুকুল
বাগান জুড়ে হাসতে দেখেছি
নাচতে দেখেছি বাতাসে দোদুল ।

আমি ভুলকে দেখেছি ভুলের মতই
অকূল পাথারে পথ হারিয়ে বেভুল
ডুব সাঁতারে নদী পাড়ি দিতে পাইনি খুঁজে কূল ।

২২/০৯/০৯ইং

স্বাধীনতার স্বাদ

স্বাধীনতা আমার বাংলা মায়ের সূর্য প্রসব ব্যথা
স্বাধের আঙ্গিনায় লাল সূর্যটা যেদিন
অনেক কষ্টে ফোটে স্বাধীনতার স্বাদ সেদিন প্রথম জোটে।
শত কষ্টে ভাবিনি নিজেরে চরম ভাগ্যাহত।

আনন্দ বেদনা বিমিশ্রিত হাসি
দেয় দেখা আমারও ঠোঁটে
এ হাসি এ ব্যথা অন্য রকম অন্য মত।
ন মাসের যুদ্ধাহত হৃদয়ে গভীর ক্ষত
তাজা তাজা প্রাণ করে গেছে দান

বাঙালি বীর ত্রিশ লাখের মত
কখনো হাসি কখনো কাঁদি
একটুখানি সুখ পেলে

সব ব্যথা যাই ভুলে জীবনে দুঃখ পেয়েছি যত।
স্বাধীনতার স্বাদ আমার কাছে
অন্য রকম অন্য মত ।
জেএফসিএল

২২/০৯/০৯ইং

ধর্মের বিজয়

ধর্ম তোমারে ছুঁয়ে আছে ছোঁক
তাতে তোমার কি দুঃখ আছে ?
মুসা ঈশার বাণী কেতাব আসমানী
একশত চারখানা আসে মানুষের কাছে যুগে যুগে

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসুলে করিম (সা.) এর কাছে জীবরাইল(আ.)
নিয়ে এলেন
কোরআন চৌদ্দশ বছর আগে
মুসলিম হিয়ায় স্রষ্টার অনুরাগ তার বাণীতেই জাগে ।

ঈশার বাণীতে খ্রিস্টান মানুষ
বুদ্ধের বাণীতে হল বৌদ্ধ
কোরআন মেনে মুসলিম আমরা কি
জীবন করেছি শুদ্ধ।

যে ধর্ম ছুঁয়েছে মানুষ
সে বিজয় ধর্মেরই
সে বিজয় মানুষেরই ।

২২/০৯/০৯ইং

সমাজ সমাচার

নুয়ে পড়ে শুয়ে পড়
শুয়ে শুয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও পত্রপল্লবে
পিপিলিকা পিলপিলে পায়ে হাঁটো
তারপরও গাও ঘেমে যাবে
মরু মৃৎ বালুকায় চরণ থেমে যাবে।

পথিক পথ চলবে আর মনে মনে বলবে
এত কষ্টে দিন রাত চলা
যাকে তাকে সত্যি মিথ্যে বলা ভারী অন্যায়
তবু কেন মানুষ সম গোত্রকে মিথ্যে
সুরের ব্যঞ্জনায় পোষ মানায় নিজের দোষ
অন্যের উপর চাপায় ?

এমন হটকারিতায় অভ্যস্ত মানুষ সামাজিক
ধুরন্ধর যদিও বেহায়াপনায়ও জুড়িহীন তবুও তারা তা
বৈষয়িক বৈভবে লৌকিক চাতুর্যে
সরল মানুষকে গরলের তারল্যে নিমজ্জিত করে।

মর্যাদাবান হয়ে বিলাসিতায় ডুবে যায়
রাতের আঁধারেও সূর্যের মত আলো করে দান
সামাজিক কলুষিত রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহ বাড়ায়।

তুমিও ধর - চাপাচাপি কর
তোমার পথটিও হয়ে যাবে সোজা
মাথা থেকে নেমে যাবে দুশ্চিন্তার বোঝা
এইতো আমার সমাজ, এইতো তোমার সমাজ
টাকা কিছু খোয়া গেলেও বেশতো আছি বাজ।

৩০/১০/০৯ইং

শীত প্রত্যূষে

আমি হাঁটি প্রায়শই সুগার নিয়ন্ত্রণ হেতু
এভাবেই হাঁটছি উনিশ কুড়ি বছর চলছি
নিয়ন্ত্রিত গতিতে হোঁচট খেয়ে কোথাও পড়িনি আজও
অনুগত পা এক দুই তিন করে বয়ে চলছে
এই আমাকে নিয়ে । কিছু কিছু লিখতে শেখা
হাত, বলতে জানা মুখ এবং বুঝতে শেখা
মনন বয়ে নিয়ে চলছে, চলছে মনে হয়
সাদা ঘোড়া কোন এক দূরত্বে
প্রদক্ষিণরত শতশত ঘোড়া সওয়ারির মাঠে।
আজও এই শীত প্রত্যূষে হাঁটছি অবিরাম
ছুটছে গা বেয়ে ক্লেদাক্ত ঘাম
পা থেমে যেতে চায়, গা ক্লান্তির ঘাম জলে
নেয়ে উঠে তবু মনন চলে। বলে ওই দেখ
ওই দূরত্বে আরও কেউ কেউ হাঁটছে। চল
তাদের আবর্তিত পথ স্পর্শ করি
তাই মনন আদেশে চলতে চলতে হে বন্ধু
তোমার চলার পথ পরিভ্রমণের সাধ জেগেছে
মনে, কি করে তা অপূর্ণ রাখি?
মাঝ পথে থেমে গেলে তোমরা জানবে না
অনুগামী কে ? তোমার চলা তোমার বলা
এবং তোমার উচ্চতা কণ্ঠস্বরে আমি নিশ্চিত
তুমি কে ? অথচ পেছনের আমাকে
কেউ জানবে না তা কি হয় ? তাই শীত প্রত্যূষে
গায়ের ঘাম ঝরিয়ে হাঁটছি বন্ধু তোমাদের
রাজপথ স্পর্শ সুখে আমার মনের সুখ অনুরণের শখে।

৫/১১/০৯ইং

অন্তরঙ্গের উষ্ণতা

আমার বেডরুমে নিটোল ঝুল বারান্দায়
অথবা ওঠোনের লিচু গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে
কোমর বাকিয়ে যখন নুয়ে পড়ে নাও কোলে
পা পা হাঁটতে শেখা শিশু দুহাতে তুলে
তখন তোমারও ঝুলে।

মৌলিক হাত ইচ্ছে মত বাড়িয়ে
ছুঁয়ে দেখি কৌণিক দূরত্বের
শিশু আর তুমি কতটা নরম তুলতুলে ।

রাত্রি শেষে আকাশ কুমারীর বুকে
লাল সূর্যটা যখন উঠে
মেঘের পাহাড়ে প্রতিচ্ছবি তার
দেখে মনে হয় উন্মুক্ত এ ছবি
সে কোন নবোঢ়ার ?
পূর্বের আকাশ কোণে ?

আজ ঋতু ফাল্গুনে
আমারও মনে পড়ে
তোমারও সে কথাই জাগে অন্তরে
উবু হয়ে তুমি যখন শিশু কোন এক
আদরে কোলে নাও তুলে
তখন তোমারও ঝুলে
কি করে যাই ভুলে?

৫/১১/০৯ইং

দুরন্ত হরিণ

দুরন্ত হরিণ এক দূরত্ব মেপে পথ চলে
চলন্ত চিতার থাবা ধরতে ধরতে হার মেনে যায়
থাবার নিশানায় ব্যবধানে।

নিঝুম দ্বীপের চিত্রা হরিণেরা
নির্ভয়ে চিবোয় কঁচি ঘাস
গলাধঃকরণ করে শান্ত গ্রীবায়
ঘাস লতা পাতা জোড় ঠোঁটে
জিহ্বা চেটে খায় মৃগ কস্তুরী

মাংশাসী হিংস্র বাঘ কেউ নেই ওখানে
তাই স্বজাতির সাথে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে
কেটে যায় দিন রাত নতুন প্রজন্মও আসে

আহা ! মানুষ যদি ফিরে পেত এমন
আরণ্যক জীবনের ধেয়ে চলা পথ
যে পথের বাঁকেই নতুন পৃথিবী
অমনি অনাবিল আনন্দ নিয়ে
কোনদিন যদি ফিরে আসে ?

দুরন্ত হরিণ ঐন্দ্রিক বাঘের ভয়ে
দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে হতো না কাবু
মানুষ অমানুষের ভয়ে হিংসার এসিড জলে
খেতো না হাবুডুবু।

৫/১১/০৯ইং

চাই শিরোনাম

খিড়কি পথ খোলাই আছে এসো
শিরোনাম নিয়ে -- আগে কেন না
গ্রীবা সমেত শিরে -- তোমার মুখচ্ছবি।

জীবের নতুন প্রজন্ম আসে চিহ্নিত এক সুরঙ্গ পথে -
পৃথিবীর আলোয় প্রথম চোখ রাখে
তারপর শরীর শ্যামল মাটির কোলে।
হাত পা শরীর এলোমেলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
বিন্যস্তকরণ কুমোরী কাজ প্রাণহীন পুতুলে।

প্রাণ পেতে হলে আগে শিরোনাম হও
সুসং যোজনে গ্রীবায় উন্নত শিরে মুখচ্ছবি
তারপর ধীরে বিন্যস্ত শরীর এলিয়ে দাও
আমার খোলা এই খিড়কি পথে।

তোমার সদ্যোজাত স্পর্শকাতর অঙ্গে
যতনে হাত রাখি আমি শুধু
পরিচর্যায় আহ্লাদী ডাকে খুব কাছের হয়ে যাই
খুশির আলোড়নে কী যেন কোন নামে ডাকতে চাই
চাই -- শিরোনাম চাই।

মুণ্ডু বিহীন খণ্ডিত লাশ শনাক্তকরণ ডোমের অসাধ্য
তবে আর সাধ্য কি আমার শিরোনামহীন
তোমাকে আমি কি করে চিনি?
কোন বৃত্তে আসবে তুমি?
যে বৃত্তেই আসো না তুমি মনের জানালায়
নাম বলে দেখা দাও নতুন মুখ তখন ঠিকই চিনবো।

৫/১১/০৯ইং

শনাক্তকরণ জরুরী

গত ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণাঞ্চলে অনেক কাঁচা ঘরবাড়ি
উড়ে গেল, উপড়ে গেল বহু গাছপালা
চাপা পড়ে এবং জলোচ্ছ্বাসে মারা গেল মানুষ
ওরকম ঝড়ে এমন ক্ষয়ক্ষতি হয় জানি।

তবে সেই ঝড়ের রাতে তুমি যে মরোনি
নোনা জল খেয়ে সেটা নিশ্চিত
মরবেই যদি তবে অঘটন এখনও ঘটায় কে ?
তুমি ছাড়া অতটা পারঙ্গম আর কেউ নেই এখানে।

কোন ভূমিকম্পে যদি তোমার ত্রিশ তলা
ওই ভবনটি ধ্বংস হয়ে যায়-----
সেই ধ্বংসস্তুপ খুঁড়ে খুঁড়ে আমি শনাক্ত করবো
তোমার গুঁড়িয়ে যাওয়া লাশ।

কেন না তোমার মৃত্যু খবরে আশ্বস্ত হবে নগরের সব লোক
তুমি না মরলে বাড়বেই শুধু নতুন হত্যা শোক ।

যে মানুষ হত্যা করে সে মানবতা বিনাশী
যে ভাল মানুষ নির্যাতন পটিয়সী সে সভ্যতা বিরোধী
যে আলোকিত মানুষের আলো নিভিয়ে দেয় সে
মানবতার শত্রু, সভ্যতার শত্রু
মানবতা আর সভ্যতার শত্রুদের
বেঁচে থাকার অধিকার আছে কি ?

৫/১১/০৯ইং

হেমন্তের নিমন্ত্রণ

হেমন্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে তার কাছে যেতে
সেই থেকে আমি তার পথ খুঁজছি । আমি নদীকে
প্রশ্ন করি 'কখন সে আসে' নদী বলে
এখন আমার যৌবন কাল দু'কিনার ভাসিয়ে
চলছি আমি রূপে উচ্ছল, অপেক্ষা কর
আসবে, সবেতো বর্ষাকাল।

আমি চলে গেলে পাখা দুটো মেলে
আসবে শরৎ। আকাশে ভাসবে শান্ত
সফেদ মেঘমালা
গেঁথে নিও বন্ধু তুমি শিউলী ফুলে অযুতমালা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা
রবী ঠাকুরের এই সুরে আকাশে দুচোখ

রাখলাম ----হ্যাঁ ঠিক তাই
সাদা সাদা মেঘ ঘুড়ির মত উড়ছে এইতো শরৎ
মনে মনে ভাবলাম বলবো ডেকে বলে দেই

বললাম শরৎ বাবু! হেমন্ত বাবু কোথায়? কবে আসবে
শরৎ বলল, সবেতো আমার গুরু
ত্রিশ ত্রিশ ষাট দিন পার হয়ে যাক
তারপর আসবেন গুরু।

সেদিন তুমি দেখবে এসে সাদা সাদা কাশফুলে
আর জমিনের ঘাসফুলে কেমন শিশির জমে
সেই শিশিরে পা ভিজিয়ে নিমন্ত্রণে যেয়ো
তাকে চিনতে তোমার ভুল হবে না একটুও।

৫/১১/০৯ইং

ভাল মানুষের স্বপ্ন সাধ

স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েই শতেক উট কোরবানি দেন
হযরত ইব্রাহীম (আ.) তারপরও আদিষ্ট
হন সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোরবানির।
পুত্র ইসমাইল লক্ষ্যে আসে তাঁর
এভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হয় পুত্র, দুম্বার গলায় চলে কোরবানির
ছুরি আমাদের কোরবানি।
দুষ্ট রাশিচক্রে আমি কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখি
তবুও কাকতালীয়ভাবে কেন যে একটি ভাল
স্বপ্ন দেখে ফেললাম ? স্বপ্নের মাঝে
আমার প্রিয় শিক্ষক হঠাৎ আমার গৃহে এসে বসলেন ।
বললেন, তোমাকে একটা আদেশ দিয়েছি কতটা এগিয়েছ তুমি ?
বললাম, স্যার আমারতো একটুও মনে আসছে না
বোকা!
এ জন্যই কি শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলে ?
দাও দাও আমাকে একটা ভাল মানুষের তালিকা দাও ।
আদিষ্ট হয়েই সেই থেকে আমি ভাল মানুষের
তালিকা তৈরিতে ব্যাপৃত। যেদিকে তাকাই শুধু
জানার অন্যায়, অন্যায় বিচারে প্রহসন শাসনে দুঃশাসন
অত্যাচারের এই দেশে ভাল মানুষ পাবো কোথায় ?
দু'চার জন ভাল লোক এখনো সমাজে আছে বৈকি ?
কিন্তু তাদের দিয়ে স্যার করবেনটা কি ? হ্যাঁ পেয়েছি
স্যার ঠিক ধরেছেন ভালরা কষ্টি পাথর।
কষ্টি পাথরে সোনা চেনা যায় ভালমানুষ চেনার
উপায় পরিষ্কার সমাজ শত্রুদের শ্যেন দৃষ্টি
আইলেন্স যার দিকে পড়ে সেই ভাল মানুষেরা পাথরের মত ভারী
তলদেশ জুড়ে আছে, আমি ডুবে ডুবে তাদের
দেখব আর লেখব নামের আদিষ্ট তালিকা।

৮/১১/০৯ইং

ভালোবাসা

ভালোবাসতেন মা
কষ্ট যতই দিতাম
মনে রাখতেন না।

প্রসূতি মায়ের কষ্ট এখন বুঝি
মায়ের মত আপন কাউকে খুঁজি
কোথাও মিলে না।

ভালোবাসি সন্তানেরে আদর সোহাগ দেই
ওদের কাছে ভক্তি পেলে খুশি মনে নেই
এখন আমি ওদের বাবা, আমার স্ত্রী মা।

ওরা এখন পাখির মত ডানা মেলে উড়ে
সন্ধ্যা হলে ঘরে ফেরে যাক না যতই দূরে।

একদিন ওরাও বাবা হবে কেউ বা হবে মা
ঘরের দুয়ার ঘুচিয়ে দেখবে হারিয়ে গেছি আমরা থাকবো না।

বৈপরীত্বের বোধোদয়ে মিলন সুখে মিললে দুজন
তাদের মাঝে হয় যে সৃজন
দুই জীবনের ভালোবাসা ---অন্য কিছু না।

কতটা অসহায় হলে

মানুষ কতটা হলে অসহায়
তোমার মৃত্যু কামনায়
স্রষ্টার দরবারে ফরিযাদ জানায়।

কতটা অসহায় হলে --
সমগোত্রের সামনে ঘৃণায়, লজ্জায়
উন্মুক্ত মাটির বিবস্ত্র বিছানায়
সবুজে লাল হয়ে শরীর কচলায়।

কতটা অসহায় হলে --
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাঙ্গে
পরের দয়ায় দিন গুজরায়।

কতটা অসহায় হলে ---
নীল চোখ তার মহাশূন্যের নীলে মিলায়?

পাপ ক্লেদাক্ত পা তোমার সাফ করে দেয়
পবিত্র হাতের ছোঁয়ায়।

আর কতটা অসহায় হলে --
ফেটে পড়ে ঘৃণায়
তেড়ে আসে মিছিল হয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভে
তোমার আঙ্গিনায় প্রাচীর ঘেরা
স্বার্থপর অত্যাচারের সুউচ্চ
অট্টালিকা ঘুরিয়ে দিতে চায়।

অসহায় ছিলাম বলে

আমি অসহায় ছিলাম বলে--
পিঠে আমার তিনটে দাগ বসিয়ে দিয়ে ছিলে
যে দাগ এখন মুছে যেতে শুরু করেছে।
কিন্তু আমিতো ভুলতে পারি না
তোমার বাঁ হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের কথা
যারা আমাকে পাঁচ পাঁচবার অঙ্গীকারে
বাধ্য করেছে প্রতিশোধ নেবার।
আমি তো ভুলতে পারি না
তোমার নেড়িকুত্তার মত ক্ষিপ্ত হয়ে আসা
ছ্যাবলা মুখের কথা - যে আমার পিঠে
তিনটে দাঁতের আঁচড় বসিয়ে দিয়েছিলে।
আমিতো ভুলতে পারি না
তোমার ঠিকরে পড়া চোখের কথা
যে চোখ আমার পিঠে যন্ত্রণাময় দাগে
চেয়ে চেয়ে বার বার উপহাস করেছিল।

শ্রেষ্ঠ বীর

যখন কোন জাতির শিশুরা রাস্তায়
নেমে এসে প্রতিবাদ শুরু করে
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়--

তখন বুঝতে হবে ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ওরাই।
অপেক্ষাকৃত বড়রা অনুপস্থিত তাই
বাধ্য হয়েছে ওরা মরণপণ যুদ্ধে আসতে।
তবু হার মেনে নিরবে প্রস্থান ভাল নয় ---

এই মহান দীক্ষায় দীক্ষিত ওরা ফিলিস্তিন।
যে জাতির নারীগণ যুদ্ধে নামেন
বুঝতে হবে ও মাটি ওদের নারীদের।

ও মাটি ছেড়ে দিতে হবে খুব শীঘ্র ওদের
কেননা মায়ের মাটি মায়ের কাছেই ফেরত দিতে হয়
নইলে পরাজয় সুনিশ্চিত বাংলাদেশ।

কেন দিলে এ কাঁটা?

খরগোশ! তোমার খাড়া দুটি কান
খুবই জরুরী ছিল যদিও একটু বেশি বেমানান
তা না হলে অন্যদের গমন আগমন অত সহজেই
টের পেতে না তুমি ।

তোমার ওই ক্ষীপ্রগতির পা - খুবই প্রয়োজন
ছিল তোমার নইলে অন্যদের আক্রমণ
থেকে বাঁচতে পারতে না।

দ্রুত পালিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে
তোমার বেড়ালী চোখ মাথা গোফ দাড়ি
দরকার ছিল নরম তুলতুলে শরীর।

কিন্তু তোমাকে ভক্ষণের মাংসাশী জানোয়ার
শেয়াল ও বাঘ সিংহের প্রয়োজন ছিল কিনা
আমি তোমাকে বলতে পারবো না।

প্রেমিকা! তোমার প্রেমটা খুবই দরকার
মনের জন্য মনের মত প্রেমিক চাই
তোমার একজন।

কিন্তু দ্বিচারিণী হলে দ্বিতীয় জন অবশ্যই
ভিলেন নায়কের কখনোই কাম্য নয়
কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো প্রেম দিলে?

বিদায়ের বাঁশি

এ মায়াময় বসুন্ধরার বুক যতই সুন্দর হোক
তুমি আর আমি ক্ষণিকের অতিথি
চিরস্থায়ী কেউ কভু নই।
তবু এই যে ছিলাম আমরা চলে যাচ্ছি আমি
আপত্তিহীন ভালোবাসায় কাছে থাকায়
অনেক মধুর অনেক বিধুর তিক্ততায় ভরিয়েছি
হৃদয় সবই আজ পরিচিত চেনা চেনা মুখ
মনের জানালায় উঁকি দেয় ভেবে পাই সুখ।
বুকের জমানো ব্যথা হাজারো কথোপকথন
সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে যেতে হচ্ছে সরে
চিরতরে না হলেও আড়ালে চোখের খানিকটা দূরে
স্থানান্তরের এই পথ চলা
আমাকে ব্যথাতুর করে অশ্রু ঝরায়।
বিদায় নিতে হয়। আমরা প্রতিনিয়ত গুড বাই
জানাই অনেককে
তোমাকেও দিয়েছি অনেকবার বিদায় নিয়েছি বহুবার
জানি না কেন আজকের বিদায় অন্যরকম অন্যমত মনে হয়-
চির বিদায়ের মত কলিজা ছেঁড়া ব্যথাময়।
বুঝি বা আর কোন দিন কখনো আর হবে না দেখা
এ দেখাই শেষ দেখা যতই বলি দেখা হবে মন বলে
হয়তো বা আর নয়।
সে কথা ভেবেই মনটা আমার তোমার হয়ে
থেকে যেতে চায়--- নিরূপায় তবু যেতে হয় পথে
চলতে চলতে পিছু ডাক শুনি এই যেয়ো না শোন
মনটি তোমার খুলে না দুয়ার বন্দি করে
রেখে দিতে চায় চিরতরে পারে না তবু
বেলা অবেলায় পিছুটান তোমার করুণ কণ্ঠস্বর
বার বার ডেকে বলে এই যেয়ো না শোন।
ঝরা অশ্রু তোমার গড়িয়ে পড়ে মাটিকে বলে
রুখতে পারো না চরণ দুটি ওর তবে যে যাচ্ছে চলে ?
আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি কেন তা বুঝো না
হায়রে নিয়তি ! মানে না সে কখনো কারো দাবী ।
হুহু করে বাতাস কাঁদে চারিধারে কেবলই শুনি যেয়ো না শোন ।

থামিনি কোন সে প্রচ্ছন্ন বাঁশি বাজছে
স্থানান্তরের বাঁশি আমাকে করেছে বাঁধন হারা ।
এ ঘরের দরজাটি ও ঘরের দরজা মুখোমুখি
তোমার নয়নে নয়ন আমার ভিজিয়ে দিয়েছে
আকুল কান্নায় অশ্রুপাত নেই বাকী
তবু বলতো পারি না অনেকটা দিন বাকী ।
খাবার টেবিলে প্লেটটি পানি পূর্ণ আবেগ অশ্রুজল
গ্লাসটি শূন্য পড়ে আছে চিৎ হয়ে গেছে তারও অবুঝ তল
রান্না ঘরের ধোঁয়া যেন বিদায়ীর পথে এঁকেবেঁকে চলে
আর ডেকে ডেকে বলে, যেয়ো না শোন।
বসার চেয়ার শোবার বিছানা কি কবে থাকবে তোমাকে ছাড়া
কি বিশাল শূন্যতায় জীবন যাপন?
বিদায়ের বাঁশি যখন বাজে বিদায়ী সাজে
বাঁধন সকল খুলে তার আপনে ভরা চারিধার
অর্থহীন মনে হয় জগত সংসার
প্রতিধ্বনি ডেকে বলে এই যেয়ো না শোন!
১৮/১১/০৯ইং

শংকিত আমি

আজ পৃথিবীর কোটি মানুষের ভীড়ে
প্রেমিক ভেবে নিজেরে প্রেমিক বনি যতই
টাকার আঁধারে দেখি সব রং হয়েছে মেকি
কেন যে আমি বুঝি কারো প্রেমের যোগ্য নই।
নিজেকে আড়াল করে নকল মানুষ সেজে
জানি না কোন আলেয়ারে চাই?
প্রাসাদের নিয়ন আলোয় ঘুম আসে না
কি আশায় খোলা আকাশ পানে চেয়ে রই
ব্যথার পাহাড় ভেঙ্গে দুঃখের নদী বয়ে
সুখের সাগর পাবো কই?
সৌরভ ছড়ানো ফাল্গুনী দিনগুলো
জীবনে আমারও এসেছিল
মিথ্যে প্রমোদে এলোমেলো আমি
হয়ে গেছি পথ ভুলো।
এ জীবনের জন্য আমি কি এখন শংকিত নই?

সুন্দর তোমার অন্তরে

যখন তোমার বাড়িতে যাই দিনের আলোয়
তুমিহীন ঘরদোর কেমন অন্ধকার নিরব নিথর।

আর যেই তুমি চলে এলে রাতের আঁধারেও
বাড়িটা কেমন আলোকিত হল তোমার অন্তরে
আলো ঝলমল বীথি পুষ্প ঘ্রাণে চমকিত
নতুন বাসর প্রথম রাতের মত।

আবেগে সেই প্রবেশ করি তোমার ঘরে
ফুলদানীর গোলাপে দু'চোখ ভরে
সুধাগন্ধ পাপড়ি রাঙা সাজানো থরেথরে
সারা আঙ্গিনায় মন মাতানো সুবাস
আমাকে পাগল করে--
নৈসর্গিক সৌন্দর্য তোমার রূপের ঝড় বাহিরে
প্রেম অনন্ত তোমার অন্তরে।

ভ্রূতে তোমার এত চমক দৃষ্টিতে কেবল
বিদ্ধ হই উরুতে এত রূপময়তা আমাকে
দূর থেকেই কাছে টানে পেছন ফেরার
অবকাশ কই?

খোলা মুখ

ফেলে দেয়া ঘোমটা তোমার
যতনে তুলে রাখি -
মনে মনে মনের খাতায়
মুখটা তোমার আঁকি ।
মর্ত্য প্রেমের আলো
জীবনে সুখ খুব বেশি নেই
বৃক্ষের গা বেয়ে শিশির যতটা ঝরে
ওটুকুই সুখ বাকীটা
দুঃখের যত গভীর ক্ষত
আমার মনে পড়ে।
মানুষ যদি আহ্লাদী হয়
আকাঙ্ক্ষাও তার বেশি
জীবনে তার সাধ মিটে না
মননে তার --- আল্লাহ স্বয়ং দোষী ।
কি পেয়েছে ? পাওনা তার কি ?
প্রশ্ন মনে রাখে
গোটা বিশ্ব দাওনি প্রভু
নিজের করে তাকে ।
গায়ের বরণ দাওনি ভালো
চোখ দিয়েছ কালো
সেই কালো চোখে দাওনি খোদা
মর্ত্য প্রেমের আলো।

অনির্বাণ শিখা

এখন আমার বহিরাঙ্গিনা ভরে গেছে
প্রমত্ত বসন্ত বাহারে শীত শেষের
উম্ রোদে ঘুম চোখে কী যে আনন্দ আমেজ
দিকে দিকে ফুরফুর বাতাস মৌ গন্ধ।

রং বৈচিত্র্যের পাতা পড়বে আপ্লুত মন
ঘটা করেই কাটবে বুঝি আমার এই নৈসর্গিক জীবন!

তথাপি ভিতরে এখনও কেমন যেন গুমোট আঁধার
থেকে থেকে জেঁকে জেঁকে আলোর ঝিলিক
দেখেও দেখি না। মনের ভিতর কোথাও একটা
ভয়ংকর বিভ্রাট আশংকা উঁকি দিচেছ ।
কোন বিপত্তির দিকে এগুচ্ছি আমি?
কে-ই বা জানে ?

আমার দেহে আমার মনে খেলা করে এক
বোদ্ধা প্রাণজ এই প্রকৃতির অধিশ্বর
বেলা অবেলায় এ কোন খেলায় আসক্ত আমি
বাতাসে কান পেতে ওই শুনি ত্যাজি ও ক্রোধি
অশ্বের হ্রেষার মত অনাকাঙ্খিত কার পরকীয়ার
পদধ্বনি।

প্রেম এক অনির্বাণ শিখা
শতদীপ জ্বেলেও নিভে না । বহতা নদীর মত
স্রোতধারায় চলে বাক নেয় তীর ভেঙ্গে ভেঙ্গে
সাগর সঙ্গমে মোহনায় মিশে।

জেএফসিএল
২৮/৮/১০ইং

কারো প্রেমের যোগ্য কিনা?

আমি যতবার প্রেমিক হতে চেয়েছি
ততবার প্রেম আমারে করেছে ঘৃণা

কেন যে বুঝতে পারিনি
আমি কারো প্রেমের যোগ্য কিনা ?

নিবেদনে প্রেম পায় মূল্য
অজস্র ফুলের দামে

কিবা আসে যায় মানুষের
ভাল মন্দ নামে ?
প্রেমিক খোঁজে মন মনের মত কিনা

হাসনাহেনার গন্ধে আমি
মাতাল হয়ে ফুল ছুঁয়েছি

নাকের ভিতর সুবাস ঢেলে গন্ধ বুঝেছি
প্রকৃতির এতরূপ সুধা পান করেও
বুঝতে পারিনি -- সাধ মিটেছে কিনা ।

জেএফসিএল
৪/১০/১০ইং

ঝলসে ওঠ বন্ধু

ঝলসে ওঠ বন্ধু,
এখন ঝলসে ওঠারই সময়
তুমি ঝলসে উঠলে দূরে সরে যাবে আঁধার অবক্ষয়

এসিড জলে গলে গলে আমরা হয়ে ওঠি খাঁটি সোনা
সোনার দেশের সোনার ছেলেরা সোনার মেয়েরা জেগে উঠুক

আকাশের তারার মত এক দুই তিন করে
না হাতে যায় না যেন গোনা।

তুমি না জ্বললে কে তাড়াবে মনের অযুত সংশয়
ওঠ বন্ধু এখন জ্বলে ওঠারই সময়।

জ্বলে তুমি সূর্য প্রাণের তূর্য ত্রাণের
তুমি পাখি গানের হাজার প্রাণে সুর জাগানের

তুমি কাছে থাকলে থাকে না আমার কোন দুঃখ ভয়
জেগে ওঠ বন্ধু এখন জেগে ওঠারই সময়।

জেএফসিএল
৫/১১/১০ইং

গুপ্তধন

কাঁচা মাটির ভিতর ইঁদুর চাতুর্যতায় কৃষকের
শস্য কেটেকুটে লুকিয়ে রাখার নিপুণ
কারিগরী ব্যবস্থাপনা ভাগ্যিস নজরে পড়েছিল আমার
নইলে মাটির ভিতর এমন সুন্দর শৈল্পিক সুরঙ্গপথ
সৃজনের কল্পনা কস্মিনকালেও অনুধাবন হতো কিনা জানি না ।
আমি আমার পারিবারিক সদস্যদের যোগাযোগ
ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছি
নেটওয়ার্কসহ তাদের জন্য ইঁদুরী ব্যবস্থায় নতুন
নতুন সুরঙ্গ পথ সৃজনের মাধ্যমে তাদের শারীরিক
ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের ব্যবস্থা করেছি।
তবুও ভয় কাটেনি আমার । ইদানিং এই পৃথিবীর মানুষেরা
বড় বেশি লুটেরা। তাদের নজর এরিয়ে কিছু
সম্পদ লুকানো সময়োচিত দরকার।
আমি যে ধনের ঘ্রাণ পেয়েছি তা মৌমাছিদের
মৌচাকে মধু সঞ্চয়ের মত। পার্থক্য এই সে
ওদেরটা মৌয়ালরা লুটে নেয়। আহা! সৃষ্টি
হারানোর ব্যথা খুবই কষ্টের। সেই ভয়েইতো
আমি লুকিয়ে লুকিয়ে নানা কারুকাজে সৃজন
করেছি এতকাল মন ভরানো কিছু ভাললাগা
গুপ্তধন -- যা আমার সমগোত্রীয়দের
এখনই খুব প্রয়োজন।

জেএফসিএল
২৩/১২/১০ইং